যুগান্তর

তারিখ ... 15 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সনদ ও শিক্ষা বাণিজ্য রোধে আরও কঠোর হচ্ছে আইন

মুসতাক আহমদ

সরকার নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) পাঠাতে হবে। একইসঙ্গে এই তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

- ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে
- ইউজিসি থেকে অনুমতি নিয়ে টিউশন ফি নির্ধারণ

সেশন শেষে ওই নামের সঙ্গে মিলিয়ে পাস করা শিক্ষার্থীদের সনদ ইস্যু করতে হবে। আর এই সনদে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকপক্ষ নয়; ভিসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর থাকবে। পাস করা শিক্ষার্থীদের তালিকাও প্রকাশ করতে হবে ওয়েবসাইটে। সনদ ও শিক্ষা বাণিজ্য ঠেকাতে এমন নানা বিধান সংযুক্ত করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, সাড়ে ৫ বছর আগে প্রণীত এই আইনের বিভিন্ন ধারার সংশোধনী গত মঙ্গলবার ইউজিসিতে উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠকে চূড়ান্ত হয়েছে। শিগগিরই তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হবে। কমিটির নির্দেশনা অনুসারেই আইনের এ সংশোধনী তৈরি করা হয়েছে। **আইন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১**

আইন : আরও কঠোর হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপনের কথা রয়েছে।

এ আইনের সংশোধনীর বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সম্প্রতি যুগান্তরকে বলেন, '৫ বছর আগে সংসদীয় কমিটি যা বাদ দিয়েছিল, এখন তা-ই আবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ তখন কাটছাঁট না করলে এখন সংশোধনের প্রয়োজন পড়ত না। আমরা চাই একটি আদর্শ উচ্চশিক্ষাবান্ধব আইন হবে। শিক্ষা ব্যবসা নয়। জনসেবা করতে উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ লক্ষ্যে আইনের সংশোধনী চূড়ান্ত হয়েছে।'

উল্লেখ্য, শিক্ষা আইন ২০১০ সালের জুলাই মাসে সংসদে পাস হয়। এই আইন নিয়ে তখন অনেক নাটকীয়তার তৈরি হয়। আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা নানা তৎপরতা চালান। অভিযোগ আছে, তারা চেয়েছিলেন নিজেদের মতো করে একটি আইন হোক। পরে আইনটি সংসদে উত্থাপিত হলে অধিকতর পর্যালোচনার দাবি করেন তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কয়েকজন সদস্য। কমিটি বিভিন্ন ধারায় সংযোজন-বিয়োজন করার পর আইনটি পাস হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য জানান, গত বছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন থেকে তারা শিক্ষা আইন সংশোধনের ধারণা নিয়েছেন। কমিটির ১২তম বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা শেষে ধারাগুলো চিহ্নিত করে দেয়া হয়। ইউজিসির উচ্চপর্যায়ের একটি সূত্র জানায়, কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে। তবে আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেসব ধারার সংশোধনী ও স্পষ্টতা আনা প্রয়োজন সেগুলোও আলাদা করে কমিটির কাছে সুপারিশ করা হবে। জানা গেছে, গত ১২ জানুয়ারির বৈঠকে সনদ ও শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির তথ্য ওই সফটওয়্যারে থাকবে। টিউশন ফি'র লাগাম টানতে তা ইউজিসি থেকে অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকছে আইনে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী এই ফি'র প্রস্তাব করবে। বৈঠকে শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালা, বেতন কাঠামো, ভিসি-প্রোভিসি-কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থকমিটিসহ বিভিন্ন কমিটি ও ফোরামে সরকার এবং ইউজিসির প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব আছে। তবে বৈঠকের সদস্যরা এ নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। এই প্রস্তাবের বিরোধিতাকারীরা বলেছেন, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে অনৈতিক সুবিধা দিয়ে অর্থ লোপাট করা হলে তখন তা বৈধতা পেয়ে পাবে। তবে স্থায়ী কমিটি এই বিধি সংশোধনের নির্দেশনা দিয়েছে।

জানা গেছে, স্থায়ী কমিটিতে আইন সংশোধনের বিষয়ে প্রথম আলোচনা হয় গত বছরের ১৫ অক্টোবর ১২তম বৈঠকে। ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ডা. আফসারুল আমিন এমপি। তিনি বৈঠকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) সদস্য হয়ে থাকেন উদ্যোক্তারা। আবার তারাই সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ কমিটি, শৃংখলা কমিটি, ফি নির্ধারণ কমিটির সদস্য হন। এমনকি ভিসি, প্রোভিসি এবং ট্রেজারারও হন তারা। শিক্ষক নিয়োগ, চাকরি বিধি ও বেতন কাঠামোর বিষয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বিওটির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি অন্যের জমি দখল করে ক্যাম্পাস ও মসজিদ নির্মাণ করেছে। বৈঠকে তিনি প্রস্তাব করেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা-১৫ সংশোধন করে বিওটিতে সরকার মনোনীত ৩ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষার্থী ফি সংশ্লিষ্ট ধারা-৪১ ও ৪২ সংশোধনের প্রস্তাব করে বলেন, ফি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি সংশ্লিষ্ট ধারা-৪৩, সাধারণ তহবিল সংশ্লিষ্ট ধারা-৪৪, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব ও নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ধারা-৪৫, অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ধারা-৪৮ সংশোধন করতে হবে। আলোচনায় সেদিন শিক্ষামন্ত্রীসহ অন্য সদস্যরা অংশ নেন। পরে সংসদ সদস্য আবদুল কুদ্দুসকে আহ্বায়ক করে আইন সংশোধনের জন্য ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) হেলাল উদ্দিনকে সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন, সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান ও ইউজিসির একজন সদস্য।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিন বলেন, 'ইউজিসিতে আইনের সংশোধনীটি আমরা স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটিতে উপস্থাপন করব। তারাই এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডা. আফসারুল আমিন এমপি সম্প্রতি যুগান্তরকে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা টিউশন ফি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের অনেক ক্ষোভ রয়েছে। অভিযোগ আছে, কোনো প্রয়োজন ছাড়া বছর বছর টিউশন ফি বাড়ানো হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এভাবে চলতে পারে না। কমিটি পর্যালোচনা করে দেখেছে, বিদ্যমান আইনে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। তাই এ ব্যাপারে আইন সংশোধনই এখন উত্তম মনে করেছে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।